মহারাজা নন্দকুমার

A—GENCY.

9-1-53

১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে গঠিত

রিপাব্‌লিক পিকচার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

মহারাজা নন্দকুমার

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বীরেন দাশ

গীতিকার : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ
বি, এম্, শর্ম্মা
গবেষণা ও সংলাপ : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ
আলোক-চিত্রশিল্পী : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরানী
শিল্প-নির্দ্দেশ : তারক বসু
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : বলাই বসাক
নৃত্য-পরিকল্পনা : অতীনলাল
রূপশিল্পী : শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থির-চিত্রশিল্পী : গোপাল দাস
আলোক-সম্পাত : নরেশ সমাদ্দার

সহকারীগণ :—

পরিচালনায় : দিলীপ দে চৌধুরী
সমীর ঘোষ, রণবীর রা
আশীষ
চিত্রশিল্পে : ননী গোপাল দাস, ক্ষেত্র
শব্দযন্ত্রে : সন্তু বোস
শিল্প-নির্দ্দেশে : গোবিন্দ ঘোষ
সম্পাদনায় : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : শিব প্রসাদ মিত্র
সঙ্গীতে : নরেন ভট্টাচার্য
নৃত্য-পরিকল্পনায় : প্রভাতকুমার
রূপশিল্পে : অনন্ত, দুর্গা, অনাথ, প
আলোক-সম্পাতে : অনিল, কাকা

সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি রায়চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

রায় বাহাদুর কে, পি, মৈত্র, আই, সি. এস, ম্যানেজার—মুর্শিদাবাদ স্টেট্‌।
টালীগঞ্জ কো-অপারেটিভ্‌ উইভিং সোসাইটী লিঃ এবং মোহন টকিজ লিঃ বহরমপুর
পোষাক-পরিচ্ছদ তত্ত্বাবধনা—মেসার্স বি, ব্রাদার্স

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে রিভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

ভূমিকায় :—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত গুরুদাস বন্দ্যোঃ, জীবেন বসু, অপর্ণা দেবী, মঞ্জু দে, কবিতা সরকার, ঝর্ণা, শেফালি ছন্দা, অনুশীলা, প্রমোদ গাঙ্গুলী, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, হরিমোহন বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বিপিন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেল রেজিস্, সোনিয়া ফ্রাঙ্ক, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, বানীবাবু, শ্যাম চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর, পরেশ ঘোষ, ম্যালকম্, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি ভট্টাচার্য বেচুসিংহ, ধীরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, দিলীপ চট্টো, প্রতাপ রায়, প্রেমাশীস সেন, অমর গাঙ্গুলী ভিক্টর দে, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, অনাদি, সত্য মৈত্র, নগেন কুণ্ডু, রবীন, ক্যাপ্টেন খান, সত্যেন সেন সত্য রায়, ব্রজ চক্রবর্ত্তী, শৈলেন দত্ত, দেবু চৌধুরী, দেবী গাঙ্গুলী, প্রফুল্ল মুখো, বিজন কুমার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি মুখো, সনৎ গোস্বামী, তপন ও হাজার হাজার শিল্পী।

একমাত্র-পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্‌ পিক্‌চার্স লিঃ

মহারাজা নন্দকুমার (গল্পাংশ)

"আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগেকার কথা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশী প্রাঙ্গণে গৃহশত্রু বিভীষণদের চক্রান্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদানত হল। সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পাতা জুড়ে এই জীবন মহানাটকের সূচনা।"

জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ ও মীরজাফর ইতিহাসের কলঙ্ক। কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। তাই মহারাজা নন্দকুমারও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না। সেদিন ইংরাজ-সৈন্য যখন ফরাসী চন্দননগর অবরোধ করেছিল, নবাব ফরাসীদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত উমিচাঁদের প্ররোচনায় হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার নবাবের আদেশ অমান্য করে ফৌজ হটিয়ে নিয়েছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার সীমা ছিল না তার। পলাশীর পর সে-ভুলের প্রাওশ্চিত্তের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প-নন্দকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ানী পদে ইস্তফা দিলেন।

সদ্য বিবাহিতা গুরুকন্যা প্রমদার জন্য কিছু জহরৎ যৌতুক নিয়ে একদিন তিনি স্বীয় দীক্ষাগুরু বাপুদেব শাস্ত্রীর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় প্রমদা বিধবা। নন্দকুমার বড় আঘাত পেলেন। জহরৎগুলো বিক্রীর জন্য তিনি শেঠ বুলাকীদাসের নিকট গচ্ছিত রাখলেন। অবশ্য টাকাগুলো বিধবা প্রমদার ভরণ-পোষণের জন্যই ব্যয় হবে।

দেশে তখন রাষ্ট্রবিপ্লব সুরু হয়েছে। ক্লাইভ মীরজাফরকে হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়েছেন। বুঝি তাইজন্য কোম্পানীর ইঙ্গিতে তিনি উঠা-বসা করতে লাগলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য—জমিদারী-মহাল, ইংরাজ একে একে সবই গ্রাস করতে লাগল। নবাব মীরজাফর বলতে গেলে প্রায় দেউলে হয়ে পড়লেন। ইংরাজ যখন দেখলে, মীরজাফরের নিকট থেকে আর কিছুই আদায় করা যাবে না, তারা তাকে সিংহাসন-চ্যুত করে বহু লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়ে মীরকাশিমকে তক্তে বসালে। কিন্তু সিংহাসনে বসেই মীরকাশিম কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাতে দেশীয় বাণিজ্য টিকে থাকতে পারে, তাই তিনি বানিজ্য শুল্ক তুলে নিলেন। দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ তাঁর মাথার উপর ঝরে পড়ল। নন্দকুমার এলেন তাঁকে অভিবাদন দিতে। মীরকাশিম ও নন্দকুমার দুজন দেশ-প্রেমিকের মিলন হল। কোম্পানীর সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের যুদ্ধ অনিবার্য, আর এই যুদ্ধে নন্দকুমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মীরকাশিমকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু নন্দকুমার বেশীদূর এগোতে পারলেন না। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করলেন। কোম্পানী মীরকাশিমকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে মীরজাফরকে আবার তক্তে বসালে।

কোম্পানীর আপত্তি সত্ত্বেও মীরজাফর নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। নন্দকুমার মুক্তি লাভ করলেন। এদিকে শেঠেদের বেইমানিতে উধুয়ানালার যুদ্ধে মীরকাশিমের পতন হল। মীরকাশিম নবাবী তক্ত ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। যাবার আগে বেইমান শেঠেদের হত্যার আদেশ দিয়ে প্রতিশোধ নিলেন মীরকাশিম।

ইংরাজবিদ্বেষী নন্দকুমার এখন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান। মীরজাফর অসুস্থ রাজকার্যের সমস্ত দায়িত্ব এখন নন্দকুমারের উপর ন্যস্ত। নন্দকুমারও কিছুতেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের জুলুমবাজী সহ্য করবেন না। কোম্পানী তাঁকে পদচ্যুত করে মহম্মদ রেজা খাঁকে দেওয়ানী গদীতে বসাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। মীরজাফরের মৃত্যুর পর সে-সুযোগও এল। নন্দকুমারকে গদীচ্যুত করে তারা ক্ষান্ত হল না, সেই রাত্রেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে তারা কলকাতা রওয়ানা হল। তাদের অভিযোগ, যুদ্ধের সময় নন্দকুমার মীরকাশিমকে ইংরাজ সৈন্যের গতিবিধির গোপন খবর বলে দিতেন। ভাগ্যক্রমে অভিযোগ টিক্‌ল না। নন্দকুমার মুক্তিলাভ করলেন।

শেঠ বুলাকীদাসের কাছে প্রমদার জহরৎ গচ্ছিত রাখার কথা অন্যত্র বলেছি যুদ্ধের সময় নবাব মীরকাশিমকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে ইংরাজেরা তার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। যুদ্ধের পর বুলাকী দাস নন্দকুমারকে এই মর্ম্মে একখানি দলিল লিখে দেয় যে কোম্পানীর কাছে ওর যে পাওনা টাকা আছে, সেই টাকা আদায় হলেই নন্দকুমার জহরতের মূল্য বাবদ তার পাওনা-গণ্ডা নিতে পারবেন। বুলাকীদাসের মৃত্যুর কিছুকাল বাদে সেই টাকা আদায় হয়। তখন বুলাকীদাসের ওয়ারিশ গঙ্গাবিষ্ণু ও তার আমমোক্তার মোহনপ্রসাদকে ডেকে নন্দকুমার তাঁর পাওনা রেখে হিসাব পত্র মিটিয়ে নিয়ে দলিলখানি ফেরৎ দিলেন। তিনি কি ভুলেও ভেবেছিলেন, এই দলিলখানিকে উপলক্ষ্য করেই একদিন ইংরাজ তার উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

এদিকে মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে কোম্পানীর অত্যাচার চরমে উঠল। দেশের জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। সুরু হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। কোম্পানীর গবর্ণর কটিহার ও দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ দেশের সমস্ত চাল গুদাম-জাত করে লক্ষ লক্ষ নিরন্নের জীবনের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করলে। মন্বন্তর পীড়িত জনসাধারণকে মহারাজা নন্দকুমার যথাসাধ্য সাহায্য

করলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে তিনি বিলাতে বোর্ড-অব-ডিরেক্টারদের কাছে আবেদন জানালেন। কাটিহার পদত্যাগ করে বিলাতে চলে গেলে হেস্টিংস্ গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় এলেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় সুপ্রীম কাউন্সিল স্থাপিত হল ও ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস, জনসন্ সভ্য নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় এলেন। চালের চোরা-কারবারী মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল। নন্দকুমার সরকার পক্ষে প্রধান সাক্ষী। কিন্তু হেস্টিংস দশলক্ষ টাকা ঘুষ খেয়ে মহম্মদ রেজা খাঁকে মুক্তি দিলেন। শুধু কি তাই ঘুষ ও দুর্নীতি হেস্টিংস্-রাজত্বের বৈশিষ্ট হয়ে পড়ল। চুনোপুঁটি থেকে রুই-রুাতলা হেস্টিংসের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

নূনের ব্যবসায়ী কমলউদ্দীন একদিন নন্দকুমারের নিকট নালিশ জানালে, হেস্টিংস্ ও তার অন্যতম মোসাহেব গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জোর-জুলুম করে তার কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ আদায় করেছেন। কমলউদ্দীন এর বিচার চায়। নন্দকুমার কমলউদ্দীনের মামলা তদ্বির করতে রাজী হলেন। এই থেকে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের ঝগড়ার সূত্রপাত। লাটবাহাদুর হেস্টিংস্ সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলে নন্দকুমারের প্রচুর ক্ষতি করতে পারেন জেনেও দৃঢ়চেতা নির্ভীক নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষী প্রমান সংগ্রহ করে সুপ্রীম কাউন্সিলে নালিশ করলেন। প্রমাদ গণলেন লাট বাহাদুর হেস্টিংস্। নন্দকুমারের অভিযোগের হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে, বাল্যবন্ধু প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে, মোহনপ্রসাদ, রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু প্রভৃতির সাহায্যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক ভুয়ো দলিল জালের মামলা দাঁড় করিয়ে সেই রাত্রেই তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। দীর্ঘ আটদিন ধরে সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে অবধি চলল নন্দকুমারের বিচার। বুলাকীদাসের দলিলখানি নাকি মহারাজা নন্দকুমার জাল করেছেন। অবশেষে দলিল জালের অপরাধে তাকে ফাঁসি গাছে চড়ানো হল। সত্তর বছরের বৃদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরলেন। কিন্তু হেস্টিংস্ কি সত্যই নন্দকুমারের অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো ?

এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন মহারাজা নন্দকুমার ছবিতে। ১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বাংলার বিশ বছরের ইতিহাস এই চিত্রে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

[প্রমদার গান]

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচয়।

—চণ্ডীদাস।

(২)

[বাঈজীর গান]

বীণাকে ইয়ে তার—বাওরে, বীণাকে ইয়ে তার
মধুর মধুর ভাষা মে শুনায়ে মধুর মধুর পুকার।
আজ উদাস হুয়া কিঁউ তু কর্‌তা শোচ বিচার
হোগি তেরি জিত আগর্‌ তু হিম্মত না দে হার।
ডায়ে আঙ্কেরা বাঁয়ে আঙ্কেরা আগে পিছে আঙ্কেরা
পর্‌ জব আশা দীপক জ্বল্‌তা রৌশন হ্যায় দিল তেরা।
ডর্‌তা কিঁউ ফির্‌ দেখ দেখ কর্‌ বাহার কা আঁধিয়ার
হোগি তেরি জিত আগর তু হিম্মত না দে হার।

—বি, এম, শর্ম্মা।

(৩)

[নর্ত্তকীদের গান]

আজ কী ম্যয় ফিল হ্যায় জী আলিশান
গো জী আলিশান
জীস্‌ মে আপ হ্যায় মেহ্‌মান।
ক্যারে হাম্‌ ঝুক্‌ ঝুক্‌ ক্যর স্তলাম
শুনো ইন্‌ আঁখো কা প্যয়্‌গাম
পিলা দো উল্‌ফৎ কা এক জাম
মেরে মেহ্‌মান।
গুজারিস্‌ মেরী ক্যারো ম্যন্‌জুর
বুলালো পাস্‌ নহ রাক্‌খো দুর
মুহ্‌ব্বত কা এ্যাহি দস্তুর
চাহে মান চাহে না মান।

—বি, এম, শর্ম্মা।

(৪)

[কুমারীব্রতের গান]

নমঃ শিবায় নমঃ, নমঃ শিবায় নমঃ।
নমঃ শিবায় হরায় বজ্রায় নমঃ॥
নমঃ শিবায় নমঃ।
হিমালয়ের পাষাণ বুকে উমার আরাধনা
শিব হবেন পতি গো তার আঁকেন আলিপনা।
বিল্বপত্রে গঙ্গাজলে ভক্তি ভরা মনে
দাক্ষায়নী সতীর কথা ভাবেন মনে মনে।
পূর্ব্ব জনম কথাটি তাঁর গোপন মনে ঢাকি
ধুতরা ফুলের মাল্য গাঁথেন সজল দু'টি আঁখি।
কুমারী আজ শিবের পায়ে করেন নমস্কার
জন্মে জন্মে পতি রূপে এসো বারম্বার।
সতীর ব্যথা গৌরবে তাই উমার বুকে জাগে
শ্মশানবাসী পাগল শিবের আকুল অনুরাগে।
বাংলা মাটির কুমারী চায় শিবের মত পতি
হৈমবতী উমার মত আরাধনায় সতী।

—কবি বিমলচন্দ্র।

(৫)

[সাধুর গান]

সামাল সামাল ডুবলো তরী
আমার মন রে ভোলা গৈল বেলা
ভজলে না হরসুন্দরী।
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি করে ভরা কৈলে ভারী
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে সন্ধ্যাবেল
ধরলে পাড়ি।
একে তোর জীর্ণ তরী কলুষেতে হলো ভারী
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে মায়েরে করো কাণ্ডারী।
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী পলাইল ছয়টা দাঁড়ি
এখন গুরু ব্রহ্ম সার করো মন
প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী।

—রামপ্রসাদী।

(৬)

[বাঈজীর গান]

রোশনী রাতের খুশ রোজে আজ
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি
নীল সিরাজীর দিল মাতানো
চপল গানের সুর গুলি।
বেহঁস মনের রঙ মহালে
হাজার শিখায় চেরাগ জ্বালে
মোতিয়া-বেলি, হাস্নুহানা
কুঁড়ির ব্যথা যায় ভুলি।
প্রেম-পিয়াসী প্রাণের মাঝে
খুশীর বীণায় যে সুর বাজে
সেই সুরে মোর উতল হিয়া
ফুলেল হাওয়ায় ঢেউ তুলি।

—কবি বিমলচন্দ্র।

অর্জ্জুনের বীরত্ব, ভীমের দুঃসাহস, যুধিষ্ঠিরের চরিত্র— যার দানের কাছে ম্লান হয়ে গেছে মহাভারতের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মানবের জীবনী !

দাতাকর্ণ

চিত্রজগতের যে-কটি স্মরণীয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলা-কুশলী রয়েছেন তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হচ্ছে।

পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন কলিকাতা-১

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড. রাইজিং আর্ট-কটেজ হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।